



বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

খ ইউনিট

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সমান) শ্রেণির ভর্তি নির্দেশিকা
কলা ও মানবিক অনুষদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ এবং আইন অনুষদ
চার বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সমান) কোর্স

‘খ’ ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন বিভাগের আসন সংখ্যা নিম্নরূপ:

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	আসন সংখ্যা
কলা	বাংলা	৫০
	ইংরেজি	৪৫
	দর্শন	১৫
সামাজিক বিজ্ঞান	অর্থনীতি	৩৫
	সমাজবিজ্ঞান	৫০
	লোকপ্রশাসন	৫০
	পলিটিক্যাল সায়েন্স	৫০
আইন	আইন	৪৫
সর্বমোট		৩৪০

শাখা পরিবর্তন (‘খ’ ইউনিটে পরীক্ষা দিয়ে ‘খ’ ইউনিট বহির্ভূত অনুষদের ভর্তিযোগ্য বিভাগসমূহ)	অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	আসন সংখ্যা
বিজনেস স্টাডিজ	মার্কেটিং		৫
	ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ		৫
	ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং		৫
	একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস		৫
	বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	গণিত	৫
মোট			২৫

‘খ’ ইউনিট থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিভাগসমূহের শূন্য আসনসমূহ ‘গ’ ইউনিট থেকে এবং গণিত বিভাগের শূন্য আসনসমূহ ‘ক’ ইউনিট থেকে পূরণ করা হবে।

১। প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা

- ক) ২০১২ সালে বা পরবর্তীতে যারা মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০১৫ বা ২০১৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় মানবিক শাখা থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে কেবল তারাই ভর্তি নির্দেশিকায় বর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে ‘খ’ ইউনিটের মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

খ) প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪ৰ্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ) প্রাপ্ত GPA দ্বয়ের যোগফল অন্তত ৬.০ হতে হবে। তবে কোন স্তরেই পৃথকভাবে GPA ৩.০০ এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়।

গ) ২০১৫ অথবা ২০১৬ সালের A-Level পরীক্ষায় মানবিক শাখার অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে একেত্রে তাদেরকে ‘খ’ ইউনিট প্রধানের নিকট অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হবে এবং ইউনিট কর্তৃক সমতা নিরপেক্ষের পর অনুমতি পেলেই শুধু সংশ্লিষ্ট প্রার্থী আবেদন করতে পারবে। ইউনিট অফিস থেকে প্রদত্ত Equivalent ID মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিকের রোল নম্বরের ছানে ব্যবহার করে যথানিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রিসিদ সংগ্রহ করতে হবে। সমতা নিরপেক্ষের ফি বাবদ ভর্তিচু প্রার্থীকে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সমতা নিরপেক্ষের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষা পাশের প্রমাণসহ তার সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে পঠিত সকল বিষয়ের বিস্তারিত পাঠ্যসূচির (Syllabus) ফটোকপি জমা দিতে হবে।

ঘ) ‘খ’ ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির শর্তসমূহ:

বিভাগ	উচ্চমাধ্যমিকে অধীত সংশ্লিষ্ট বিষয়	বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম গ্রেড, নথর ও অন্যান্য যোগ্যতা
বাংলা	বাংলা	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় বাংলায় ২০০ নম্বরের পরীক্ষা; ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ১০ নথর এবং বাংলায় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ন্যূনতম ‘বি’ গ্রেড
ইংরেজি	ইংরেজি	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা; ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১০ নথর; এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে ‘বি’ গ্রেড
দর্শন	অর্থনীতি/গণিত/ পরিসংখ্যান	উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে ‘বি’ গ্রেড
অর্থনীতি	* ইসলামিক অর্থনীতি ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি অর্থনীতির বিকল্প নয়	উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান-এর যেকোন বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা; উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় অর্থনীতি/গণিত/পরিসংখ্যান-এর ‘বি’ গ্রেড; উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ‘বি’ গ্রেড;
সমাজবিজ্ঞান		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম ‘বি’ গ্রেড;
লোক প্রশাসন		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ‘বি’ গ্রেড।
পলিটিক্যাল সায়েন্স		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ন্যূনতম ‘বি’ গ্রেড।
আইন		উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় ইংরেজিতে ‘বি’ গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ১০ নথর।
মার্কেটিং	অর্থনীতি	উচ্চমাধ্যমিকে অর্থনীতিতে ‘বি’ গ্রেড
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ	অর্থনীতি	উচ্চমাধ্যমিকে অর্থনীতিতে ‘বি’ গ্রেড

২১/১/১৬

২১/১/১৬

২১/১/১৬

২১/১/১৬

২১/১/১৬

বিভাগ	উচ্চমাধ্যমিকে অধীত সংশ্লিষ্ট বিষয়	বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম গ্রেড, নম্বর ও অন্যান্য যোগ্যতা
ফিল্যাপ এন্ড ব্যাংকিং	অর্থনীতি	উচ্চমাধ্যমিকে অর্থনীতিতে 'বি' গ্রেড
একাউন্টিং এন্ড	অর্থনীতি	উচ্চমাধ্যমিকে অর্থনীতিতে 'বি' গ্রেড
ইনফরমেশন সিস্টেমস	গণিত	উচ্চতর গণিত

২। অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয়:

- ক) আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট (<http://admission.eis.bu.ac.bd>)-এর মাধ্যমে করতে হবে। এই সাইটে আবেদনকারী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইউনিটের ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নোটিশ এবং লিঙ্কসমূহ দেখতে পাবে। যেকোনো ইউনিটে আবেদন করার পূর্বে ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ওয়েবসাইট নির্দেশিকা ভালো করে পড়ে নিন। এছাড়াও প্রতি পেইজের উপরে হলুদ বর্কের নির্দেশাবলী পড়ে নিন।
- খ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন ০২ অক্টোবর ২০১৬, বিকাল ০৫:০০ টা হতে ৩০ অক্টোবর ২০১৬, রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত করা যাবে। তবে ৩১ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া যাবে।
- গ) যে কোনো ইউনিটে ভর্তির আবেদন করার জন্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট- এ 'আবেদন/লগইন' বাটনে ক্লিক করুন।
- ঘ) 'আবেদন/লগইন' বাটনে ক্লিক করার পর 'আবেদন/লগইন' এর তথ্যের পেইজে আবেদনকারীর উচ্চমাধ্যমিক/সমান্বয়ের পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে "অঙ্গসর হোন" বাটনে ক্লিক করুন এবং পরবর্তী পেইজে আবেদনকারীর উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলী এবং আবেদনকারীর আবেদনযোগ্য ইউনিট দেখা গেলে 'নিশ্চিত করছি' বাটন-এ ক্লিক করতে হবে।
- ঙ) ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাবলী দেয়া হলে পরবর্তী পেইজে সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে যেকোন মোবাইল অপারেটরের নম্বর থেকে একটি এসএমএস ১৬৩১১ নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএস-টির ফরম্যাট আবেদনকারী সেই পেইজে দেখতে পাবে। এসএমএস-টি পাঠানো হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী ৭ (সাত) অক্ষরের একটি কনফার্মেশন কোড পাবে। এই কনফার্মেশন কোডটি আবেদনকারী পেইজের নির্ধারিত ছানে দেয়ার পর 'নিশ্চিত করছি' বাটনে ক্লিক করতে হবে।
- চ) সঠিক কনফার্মেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূলপাতা (সকল ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য) দেখা যাবে। এই পেইজের মাধ্যমে আবেদনকারী যে ইউনিটে আবেদন করার যোগ্যতা রাখেন সে ইউনিটে আবেদন করে টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) এ ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে। এই পাতায় উল্লিখিত ইউনিটসমূহের যেকোনটিতে আবেদন করার জন্য ইউনিটের পাশের 'আবেদন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। 'আবেদন' বাটনে ক্লিক করার পর উক্ত ইউনিটের 'আবেদন' বাটনটির ছানে একটি স্বৰ্জ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) এ ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে।
- ছ) আবেদনকারী শাখা পরিবর্তন (ইউনিট পরিবর্তন) করতে ইচ্ছুক হলে, এখানেই 'শাখা পরিবর্তন'-এ ক্লিক করে আবেদন করবে। এছাড়া পরবর্তীতে এই পেইজ থেকে আবেদনকারী তার আবেদনকৃত ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ বা আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবেন।

জ) উপরিউক্ত পেইজ থেকে যে ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রসিদটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। শাখা পরিবর্তন (ইউনিট পরিবর্তন) এর ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আরো একটি পেমেন্ট স্লিপ (টাকা জমার রসিদ) ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। প্রতিটি পেমেন্ট স্লিপের দুইটি অংশ থাকবে; উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ।

সতর্কীকরণ: টাকা জমার আবেদনকারীর অংশটি ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নয়। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের বিকল্প হিসেবে টাকা জমার রসিদের অংশটুকু ব্যবহার করা যাবে না।

ঝ) টাকা জমার রসিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারীর ছবি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিন। এরপর টাকা জমার রসিদের দুইটি অংশই নির্ধারিত ছানে আবেদনকারী স্বাক্ষর করে ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের মধ্যে রসিদে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা (ভর্তি পরীক্ষার ফি, অনলাইন সার্ভিস ফি ও ব্যাংক চার্জ) দেশের ৪ টি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক (জনতা, সোনালী, অঞ্চলী ও রূপালী)-এর যে-কোন শাখায় গিয়ে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ব্যাংক কঠুপক্ষ টাকা জমার প্রমাণ স্বরূপ টাকা জমার রসিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দিবে।

ঞ) কোন ইউনিটে আবেদনকারীর ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন সিস্টেমে পৌছালে তার সংশ্লিষ্ট ইউনিটের 'পেমেন্ট' কলামে একটি স্বৰ্জ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে। ব্যাংক-এ টাকা জমা না দেয়া হলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশহীন করতে পারবে না। ক, খ ও গ ইউনিটে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর ০৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ সকাল ১০:০০টা হতে ১৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবে।

ট) IGCSE (A Level) এবং AI (এ লেভেল) ও সমমানের পরীক্ষায় উভার্য বাইদী সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট অনুযায়ী ইউনিট অফিস থেকে প্রদত্ত Equivalent ID মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিকের রোল নথরের ছানে ব্যবহার করে যথানিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রসিদ সংগ্রহ করতে হবে।

৩। ভর্তি পরীক্ষার ফি

শুধুমাত্র 'খ' ইউনিটের ফি	
'খ' ইউনিটের ফি	৫০০/-
অনলাইন সার্ভিস ফি	৯৫/-
ব্যাংক চার্জ	৩০/-
মোট =	৬২৫/-

শাখা পরিবর্তন ফি	
শাখা পরিবর্তন ফি	৮০০/-
অনলাইন সার্ভিস ফি	৭০/-
ব্যাংক চার্জ	৩০/-
মোট =	৮০০/-

27/9/16

২৫/৯/১৬

২৭/৯/১৬

২৫/৯/১৬

২৫/৯/১৬

২৫/৯/১৬

୪ | ଭର୍ତ୍ତ ପରୀକ୍ଷା

- ক) ভর্তি পরীক্ষার সময় প্রার্থীর ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্র, এসএসসি ও ইচিএসাস/ সমমানের পরাম্পরার রেজিস্ট্রেশন কার্ড এর মূলকপি পরীক্ষার হলে নিয়ে আসতে হবে এবং নিরীক্ষা শেষে তা ফেরত দেয়া হবে। ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্র ও ছবিযুক্ত মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

খ) ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ১ ঘণ্টা এবং ১২০ নম্বরের জন্য সর্বমোট ১০০ টি প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ১.২। উল্লেখ্য যে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি ব্যাপীত সকল প্রশ্ন বাংলায় লিখিত হবে।

গ) পরীক্ষায় OMR পদ্ধতির উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। OMR পদ্ধতির উত্তরপত্রের ঘর পূরণের জন্য প্রার্থীকে কালো কালীর বলপেন ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে কেবল একটি OMR উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে, অতিরিক্ত কোনো শিট দেওয়া হবে না। অতএব উত্তরপত্র পূরণ করার সময় প্রার্থীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন পূরণ করতে কোন ভুল না হয়। ভুল ভুলির সকল দায় প্রার্থীকেই বহন করতে হবে।

ঘ) মোট ১২০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় আবশ্যিকভাবে বাংলা ও ইংরেজিসহ অন্য যে কোনো তিনটি পঠিত বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি ব্যাপীত অন্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

 - (i) ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস, ii) পৌরনীতি ও সুশাসন, (iii) অর্থনীতি, (iv) সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম, (v) ভূগোল ও (vi) যুক্তিবিদ্যা। প্রতিবারের ন্যায় বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্ন হবে এই বিষয়ক মৌলিক জ্ঞানসহ উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস অনুযায়ী। অন্য বিষয়সমূহের প্রশ্ন প্রণীত হবে শুধু উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস অনুযায়ী।

ঙ) ভর্তিপরীক্ষার নম্বর বর্ণন নিম্নরূপ:

বিষয়	নম্বর	প্রশ্নসংখ্যা	মন্তব্য
ইংরেজি	২৪	২০	আবশ্যিক
বাংলা	২৪	২০	আবশ্যিক
ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস	২৪	২০	
গোরনীতি ও সুশাসন	২৪	২০	
অর্থনীতি	২৪	২০	
সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম	২৪	২০	
ভূগোল	২৪	২০	
যুক্তিবিদ্যা	২৪	২০	

- চ) শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজি ব্যৱতীত অন্য যে-তিনি বিষয়ে পরীক্ষা দিবে প্রশ্নপত্রে সেই তিনি বিষয়ের যে কোড নম্বর লিখিত থাকবে সেই কোড নম্বর উত্তরপত্রে (OMR শিটে) শিক্ষার্থীকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট বিষয় বাতিল হবে।

ছ) ভর্তি পরীক্ষায় ১২০ নম্বরের মধ্যে সর্বমোট পাশ নম্বর ৪৮ পেতে হবে। যারা ইংরেজি ও বাংলায় আলাদাভাবে ৬ নম্বর সহ সর্বমোট ৪৮ নম্বর পাবে শুধু তারাই ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে। এই বিধি সকলের ক্ষেত্রে (কোটা ও সাধারণ প্রার্থী) প্রযোজ্য হবে।

জ) ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি ভুল উত্তরের জন্য প্রাণ্ত নম্বর থেকে ০.৩০ নম্বর কাটা যাবে এবং তা বিষয় ভিত্তিক হবে।

- ঝ) পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর নিকট মোবাইল ফোন, ব্লু-টুথ বা টেলিযোগাযোগ করা যাবে এরপ যেকোন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস পাওয়া গেলে, সে ব্যবহার করণ্ক বা না করণ্ক তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

ঝঃ) ভর্তি পরীক্ষার স্থান, সময় ও আসন বিন্যাস (Seat Plan) যথাসময়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট (<http://admission.eis.bu.ac.bd>)-এ Login করে অথবা SMS এর মাধ্যমে জানতে পারবে।

ঝঃ) ভর্তি পরীক্ষার সময় কোনো প্রার্থী মুখমণ্ডল ও কান আবৃত করে রাখতে পারবে না।

৫। মেধাক্ষেত্র ও মেধাক্রম তৈরির পদ্ধতি

- ক) মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় হিসাবকৃত (৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ) GPA-কে ৬ দিয়ে গুণ করে, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় হিসাবকৃত (৪র্থ/অতিরিক্ত বিষয়সহ) GPA-কে ১০ দিয়ে গুণ করে এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্ষেত্র তৈরি করা হবে। ২০০ নম্বরের শতকরা বিভাজন নিম্নরূপ :

 - ১৫% গণনা করা হবে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA থেকে
 - ২৫% গণনা করা হবে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA থেকে
 - ৬০% গণনা করা হবে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর থেকে

খ) মেধাতালিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম যোগ্যতা সাপেক্ষে চূড়ান্ত ভর্তির জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে।

গ) মেধাক্ষেত্র সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরি করা হবে:

 - (i) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ক্ষেত্র
 - (ii) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject
 - (iii) এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject
 - (iv) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4th Subject
 - (v) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4th Subject

ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ମାପକାଟି ପ୍ରୋଗ୍ କରେ ଆସୀଦେର ଅଗ୍ରାଧିକାର ତାଲିକା ନିର୍ଣ୍ୟ କରା ସଂଭବ ନା ହଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କୋନ ଯୌତୁକ ମାପକାଟି ପ୍ରୋଗ୍ କରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ନିର୍ଣ୍ୟ କରିବେ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଚଢାନ୍ତ ବଳେ ଗ୍ୟାର ହବେ ।

- ঘ) কোটায় ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র, উপজাতি কোটার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব উপজাতি প্রধান/জেলা প্রশাসক এর সনদপত্র, খেলোয়াড় কোটার জন্য বিকেএসপি'র সনদ, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়ের কোটার ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়ের সংগঠনের প্রধানের/জেলা প্রশাসক এর সদনপত্র, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পোষ্যদের ক্ষেত্রে (সন্তান/স্বামী/স্ত্রী) কর্তৃপক্ষের সনদপত্র আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভর্তির মোট আসনের অতিরিক্ত ৫% কোটার জন্য ব্যরাদ্দ থাকবে।

- (৫) মেধাক্ষেত্রের ভিত্তিতে নির্ণীত মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় উভৰ্গ প্রার্থীদের মেধা তালিকা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট (<http://admission.eis.bu.ac.bd>)-এ Login করে অথবা SMS এর মাধ্যমে জানতে পারবে।

ଲାଦାଭାବେ ୬ ନୟର ସହ ସବମୋଟ ୪୮ ନୟର ପାବେ ସୁଧୁ ତାରାହ ଡାତର ଜନ୍ୟ ବିବୋଚନ ହବେ । ଏହି ଧାରା
କଳେର କ୍ଷେତ୍ରେ (କୋଟା ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଚୀଁ) ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ହବେ ।
ତିଂତ ପରୀକ୍ଷାଯା ପ୍ରତି ଭୁଲ ଉତ୍ସବର ଜନ୍ୟ ଥାଣ୍ଡ ନୟର ଥେକେ ୦.୩୦ ନୟର କାଟା ଯାବେ ଏବଂ ତା ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ
ବେ ।

৬। ভর্তি

মনোনীত প্রার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভর্তি হতে অবশ্যই (i) ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র (ii) এসএসসি ও এইচএসসির মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট (iii) দুই কপি পাসপোর্ট আকারের রঙিন ছবি (iv) এসএসসি ও এইচএসসি/ সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড আনতে হবে।

আবেদনের তারিখ: ০২ অক্টোবর ২০১৬বিকেল ০৫:০০ ঘটিকা থেকে ৩০ অক্টোবর ২০১৬ রাত ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

ফল প্রকাশ : ওয়েবসাইট (<http://admission.eis.bu.ac.bd>)-এ Login করে অথবা SMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থী নিজ নিজ ফলাফল জানতে পারবে।

‘খ’ ইউনিটের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলির জন্য যোগাযোগের নম্বর:

০১৮৪৬-০৫৪৬৪২, ০২-৯৬৬৯৯৩০৮

(অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত)

বি. দ্র. ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর যে কোন ধারা ও উপ-ধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

27-5-16

১ম 27-০৯-১৬

২৭/০৯/১৬

২৭-০৯-১৬

২৭/০৯/১৬

১-০৯-২০১৬
২৭-০৯-১৬